দৈনিক সংবাদ

30 NOV 1986
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 1 ...

006

নিরক্ষরদের সংখ্যা বাড়ছে

বাংলাদেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বছরে ৭০ থেকে ৮০ লাখ করে এদের সংখ্যা বাড়ছে। এই হিসাব দিয়েছেন বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির মহাসচিব অধ্যাপক ওসমান গনি। দশ কোটি মানুষের মধ্যে ৬ কোটি যদি লিখতে ও পড়তে না পারে এবং তার উপর নিরক্ষরদের সংখ্যা কমার বদলে যদি বাড়তেই থাকে তাহলে সে দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে আঁৎকে উঠতে হয়।

এদেশে যত সরকার ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁরা সবাই শিক্ষার গুণকীর্তন করেছেন ও গণশিক্ষার জন্য কে কত খরচা করেছেন তাই নিয়ে চিৎকার করেছেন। কিন্তু বাস্তব ফল কি দাঁড়িয়েছে? নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু যে হয়েছে তার প্রমাণ কোথায়? সাবেক সরকারের আমলে গণশিক্ষাদানের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। বই লেখানো হয়েছে নতুন করে। তা ছাপানোর খরচ কম হয়নি। তারপর বই বিলি করার কোশেশ এবং পড়ানোর লোক ঠিক করা ও বেতার-টেলিভিশনে গণশিক্ষার প্রচারও হরদম করা হয়েছে। সার্টিফিকেট পরীক্ষায় গণশিক্ষার জন্য নম্বর দেয়ারও ব্যবস্থা হচ্ছিল। এক কথায়, নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামে একটা হুজুগ তোলা হয়েছিল টাকা-পয়সা বেদম খরচ করে।

খরচই কেবল হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার চাকা সামনের দিকে এগোয়নি বরং পিছনের দিকে যে সরেছে তার প্রমাণ নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধি। বছরে পৌনে এক কোটি মানুষ নিরক্ষরদের তালিকায় যোগ হওয়া সাংঘাতিক কথা। একদিকে গণশিক্ষার নামে এন্তার টাকা ঢালা হয়েছে এবং তা পাঁচভূতে লুটে খেয়েছে, অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষাদানের কেন্দ্রগুলোর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সেই অধোগতি এখনো দূর হয়নি।

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং স্কুলে যাওয়ার উপযোগী সকল ছেলে-মেয়েকে স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যা করা হয়নি। দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি না করতে পারলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কোন সরকার এ চেষ্টা করেনি। ফলে যত কথাই বলা হোক না কেন, শিক্ষিতের হার বাড়েনি। এদেশের আশি শতাংশেরও বেশী লোক চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এদের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাবে কি খেয়ে সেটা ভাবনার কথা। প্রাথমিক শ্রেণীর বই অবশ্য সরকার বিনামূল্যে সরবরাহ করছেন। কিন্তু পরনের কাপড়, কাগজ পেন্সিল কেনার খরচ দেবে কে? তারচেয়ে বড় কথা ছেলেমেয়েরা নড়াচড়ার বয়সের হলে সংসারের কাজে বা দু'পয়সা রোজগারে সাহায্য করবে বর্তমান অবস্থায় গরীব বাপ-মায়েরা তাই চায় এবং সেভাবেই ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলছেন। এই শ্রেণী লোকদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে নেবার ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলেই নিরক্ষরতার হার কমবে। দু/চার বছরে এমন ব্যবস্থা করা হয়ত সম্ভব নয়। তবে পরিকল্পনা নিয়ে এখন থেকেই কাজ শুরু করলে ধীরে ধীরে শিশুদের শতকরা একশ' ভাগকেই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের আরেকটা প্রয়োজনীয় কর্মসূচী বয়স্ক শিক্ষা। হুজুগের বদলে এক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় কর্মসূচী নিয়ে এগোনো উচিত। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ও সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলে নিরক্ষরতার হার ধীরে ধীরে কমে আসবে।